ঝিনাইদহে পৌর আওয়ামী লীগের বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন

‘গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার সকালে শহরের ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়।

এসময় পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন, সরকারি কেসি কলেজ ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আবু সুমন বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে ২০ টি গাছের চারা রোপন করা হয়। পর্যায়ক্রমে পৌর এলাকাসহ সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েক হাজার গাছের চারা রোপন করা হবে বলে জানান আয়োজকরা।

নওগাঁর এমপি ইসরাফিল আলম লাইফসাপোর্টে

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রানীনগর) আসনের এমপি ইসরাফিল আলমকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে লাইফসাপোর্টে নেয়া হয়েছে।

তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে আওয়ামী লীগের ওই এমপি বর্তমানে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে আছেন।

ইসরাফিল আলমের স্ত্রী সুলতানা পারভীন বিউটি যুগান্তরকে জানান, ৬ জুলাই অসুস্থতা নিয়ে তিনি প্রথম এ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন

তার করোনা ধরা পড়ে। এখানে কিছু দিন চিকিৎসা নেয়ার পর তিনি বাড়ি চলে যান।

পরে পরীক্ষা করে করোনা নেগেটিভ আসে। এ অবস্থায় গত ১৭ জুলাই আবারও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত শুক্রবার রাত ১১টা দিকে তার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাকে ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দেয়া হয়। তার অবস্থা অপরিবর্তিত আছে বলে জানান ইসরাফিল আলমের স্ত্রী সুলতানা পারভীন বিউটি।

সুলতানা পারভীন বলেন, বাসায় আনার পর ১৭ জুলাই তার কাশির সঙ্গে রক্ত আসে। ওই দিন আমরা তাকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করি।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে ইসরাফিল আলমের অবস্থা সংকটাপন্ন। তার জন্য নওগাঁর সংসদীয় আসনের মানুষসহ দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন সুলতানা পারভীন। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

সুশাসন প্রতিষ্ঠাই জাতীয় পার্টির লক্ষ্য: জি এম কাদের

জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি বলেছেন, পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আজীবন প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। পল্লীবন্ধু উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধীনে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়ে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। আমরা পল্লীবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দুর্নীতি, দুঃশাসন ও বেকারত্ব মুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। সামাজিক ন্যায়বিচার ও সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠাই জাতীয় পার্টির

লক্ষ্য।

জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের আজ শনিবার বেলা ১১টায় রাজধানীর চকবাজার এলাকার ইসলামবাগ ঈদগাহ মাঠে পল্লীবন্ধুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মরণসভা ও দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

জাতীয় যুব সংহতি নেতা রফিকুল আলম প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য মীর আব্দুস সবুর আসুদ, হাজী সাইফুদ্দিন মিলন, আলমগীর সিকদার লোটন, চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মনিরুল ইসলাম মিলন, যুগ্ম মহাসচিব ফকরুল আহসান শাহজাদা, প্রচার সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুম,

তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক জহিরুল ইসলাম মিন্টু, যুগ্ম-দফতর সম্পাদক মাহমুদ আলম, যুব সংহতি মহানগর দক্ষিণ এর আহ্বায়ক গাজী এম এ সালাম, যুবনেতা দেলোয়ার হোসেন রিপন, আব্দুল খালেক, ফরহাদ হোসেন, সোহান, ২৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. জাহাঙ্গীর আলম বাবুল।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেপ্র/আরপি

তরুণদের রাজনীতিতে টানছে বিএনপি

বিএনপির রাজনীতিতে তরুণদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে দলটির হাইকমান্ড। এজন্য একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। তাদের কেন্দ্র থেকে জেলা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদ দেয়া হবে। এদের অধিকাংশই কেন্দ্রীয় নেতাদের ছেলেমেয়ে। এছাড়া আছেন ছাত্রদল, যুবদলসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সাবেক নেতারা। বিএনপির নীতিনির্ধারকরা জানান, দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অগ্রভাগে থাকেন তরুণরা।

চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াও একাধিকবার দলীয় অনুষ্ঠানে তরুণদের হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন। তাদের নিয়ে আশার কথাও বলেছেন। তাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই পরিকল্পনা। জানতে চাইলে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, তরুণরা যেভাবে উৎসাহ নিয়ে বিএনপির দিকে ঝুঁকছে, তারা তো নেতৃত্বে আসবেই। যেহেতু এখন থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে দলের সব কমিটি হবে, নেতৃত্বে তারাই উঠে আসবে। আমরা ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও দু’জন তরুণ মেয়র প্রার্থী দিয়েছিলাম।

তিনি বলেন, ‘কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড সবকিছুর অগ্রভাগে আমাদের তরুণরা। এর জন্য আমাদের চার্টারও থাকবে। চার্টারে তারা কমিটিতে আসলে দল ও সমাজের জন্য কি করবে সবকিছু থাকবে।’

বিএনপি সূত্র জানায়, ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন থেকেই তরুণদের প্রাধান্য দিয়ে আসছে দলটি। ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৫ জনের মতো তরুণ নেতাকে মনোনয়ন দেয়া হয়। এর মধ্যে ১৭ জন এমপির পাশাপাশি কয়েকজন মন্ত্রীও হন। ২০০৮ সালের নির্বাচনেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। দলের চরম দুর্দিনেও ওই নির্বাচনে শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, আবুল খায়ের ভূঁইয়ার মতো তরুণ নেতা এমপি নির্বাচিত হন। অবশ্য ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি। তবে একাদশ সংসদ নির্বাচনে অন্তত ৪০ তরুণ নেতা মনোনয়ন পান। দলের ৫০২ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতেও ঠাঁই পান একঝাঁক তরুণ।

সূত্র আরও জানায়, বিএনপির রাজনীতিতে যেসব তরুণকে আনা হচ্ছে তাদের মধ্যে আছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের সন্তানরা, যারা উচ্চশিক্ষিত। দলে ইতোমধ্যে তাদের বেশ কয়েকজন সক্রিয়ও আছেন। বাকিদেরও সক্রিয় করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ছেলে খন্দকার মারুফ হোসেন, ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারের ছেলে ব্যারিস্টার নওশাদ জমির, স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত তরিকুল ইসলামের ছেলে অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, ব্রিগেডিয়ার জে. (অব.) আ স ম হান্নান শাহের ছেলে শাহ রিয়াজুল হান্নান, মির্জা আব্বাসের ছেলে মির্জা আযান, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের পুত্রবধূ অ্যাডভোকেট নিপুণ রায় চৌধুরী, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর ছেলে ইসরাফিল খসরু, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর ছেলে আবেদ মাহমুদ, প্রয়াত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে অ্যাডভোকেট খোন্দকার আবদুল হামিদ ডাবলু ও মেয়ে ডা.

দেলোয়ারা বেগম পান্না, স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত এম সামছুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম, সাবেক মন্ত্রী শামসুল ইসলাম খানের ছেলে মাইনুল ইসলাম শান্ত, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমানের ছেলে সাঈদ আল নোমান, প্রয়াত সাদেক হোসেন খোকার ছেলে প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন, আবদুল আউয়াল মিন্টুর ছেলে তাবিথ আউয়াল, মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের ছেলে ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমানের ছেলে ইরফান ইবনে আমান, জয়নুল আবেদিন ফারুকের মেয়ে তামান্না ফারুক থীমা, শ্রমিক নেতা প্রয়াত জাফরুল হাসানের মেয়ে নাসরিন হাসান তিমা, শেরপুর জেলা বিএনপির নেতা হযরত আলীর মেয়ে সানসিলা জেবরিন প্রিয়াংকা, প্রয়াত হারুনার রশীদ খান মুন্নুর মেয়ে আফরোজা খান রীতা, সাবেক অর্থমন্ত্রী প্রয়াত সাইফুর রহমানের ছেলে এম নাসের রহমান, প্রয়াত ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ সিদ্দিকীর ছেলে পারভেজ হামিদ সিদ্দিকী, সাবেক ধর্মবিষয়ক সম্পাদক প্রয়াত এএম বদরুজ্জামান খান খসরুর ছেলে মাহমুদুর রহমান সুমন, সাবেক সংসদ সদস্য এসএ খালেকের ছেলে এসএ সিদ্দিক সাজু, কেন্দ্রীয় বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমেদের ছেলে তানভীর আহমেদ রবিন, সাবেক সংসদ সদস্য কাজী আনোয়ারের ছেলে কাজী নাজমুল হোসেন তাপস, প্রয়াত শাজাহান সিরাজের মেয়ে ব্যারিস্টার ফারোয়ার সিরাজ শুক্লা, চট্টগ্রামের মরহুম সৈয়দ ওয়াহিদুল আলমের মেয়ে ব্যারিস্টার সাকিলা ফারজানা, সাবেক সংসদ সদস্য আমানউল্লাহ চৌধুরীর মেয়ে ফারহানা চৌধুরী, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের ছেলে লাভিদ ইবনে জামান ও সাবেক মন্ত্রী নুরুল হুদার ছেলে তানভীর হুদা। এদের মধ্যে অনেকে একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নও পান এবং দু’জন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী ছিলেন। আবার কয়েকজন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটিতেও রয়েছেন। এছাড়া ছাত্রদল, যুবদলসহ বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সাবেক নেতা, যারা সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় ছিলেন তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলের হাইকমান্ড। এমনকি এসব সংগঠনের যারা বিদেশে থেকেও দলকে নানাভাবে সহযোগিতা করছেন তাদের পদ দেয়া হবে।

বিএনপির নীতিনির্ধারকরা মনে করছেন, কেন্দ্রীয় এমন কোনো নেতা নেই যাদের বিরুদ্ধে অন্তত অর্ধশত মামলা নেই। আবার অনেকের বয়সও হয়েছে, সেভাবে রাজনীতি করতে পারছেন না। তাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় নেতাদের ছেলেমেয়েদের রাজনীতিতে আনা হচ্ছে। অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সাবেক নেতাদেরও কেন্দ্রসহ বিভিন্ন পর্যায়ের

কমিটিতে পদ দেয়া হবে। তাদের নামের তালিকা নিয়ে কাজ চলছে। তারা বলেন, যাদের রাজনীতিতে আনা হচ্ছে তারা উচ্চশিক্ষিত ও স্মার্ট। অনেকে ইতোমধ্যে তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দলের হাইকমান্ডসহ নীতিনির্ধারকদের মন জয় করেছেন। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

আলমডাঙ্গায় একদিনের মাথায় আরও একজনের করোনায় মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় একদিনের মাথায় আরও একজনের করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২২ জুলাই) দিবাগত রাত ১২ টায় টুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মৃত মকবুল হোসেন (৮০) কলেজপাড়ার মৃত এনাম আলীর ছেলে ও পৌর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলম হোসেনের পিতা। শহরের প্রসিদ্ধ ‘মকবুল ক্লথ স্টোর‘র স্বত্তাধিকারী ছিলেন তিনি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, মৃত মকবুল হোসেনের জ্বর ও শ্বাসকষ্টসহ করোনার অনেকগুলো উপসর্গ ছিল। তার নমুনা সংগহ্র করা হয়েছে। তিনি জানান, এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গে মারা গেলেন চারজন। করোনাভাইরাসে মারা গেছেন একজন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১০৫ জন।

জানা গেছে, মকবুল হোসেন কিছুদিন যাবৎ বয়সজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। এরমধ্যে তার জ্বর ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। অবস্থা খারাপের দিকে গেলে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি বুধবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে মারা যান।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ

ময়দানে সরকারী নিয়মানুযায়ী জানাজা শেষে ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে দাফন করা হয়। এ সময় জানাজায় অংশ নেন পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, আলম হোসেনসহ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

ছাত্রলীগ নেতা অস্ত্রসহ গ্রেফতার

ফেনীর সোনাগাজীতে ছাত্রলীগ কর্মী শামীম হত্যা মামলায় ছাত্রলীগ নেতা সাঈদ আনোয়ার প্রকাশ আনোয়ার হোসেনকে (২৮) অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব।

র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোনাগাজীর জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে থেকে সোমবার তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে গত বছর ঈদুল আযহার রাতে আমিরাবাদ ইউনিয়ন ছাত্রলীগ কর্মী মো. শামীমকে হত্যা, পুলিশের ওপর হামলা, ছিনতাইসহ বিভিন্ন সময় এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের বিভিন্ন অভিযোগ আছে। আনোয়ার আমিরাবাদ ইউনিয়নের তিন বাড়িয়া গ্রামের মো. হানিফের ছেলে।

করোনায় বিএনপি নেতা আউয়াল খানের মৃত্যু

বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস আবদুল আউয়াল খান আর নেই।

করোনাভাইরাসের কাছে হার মেনে আজ সোমবার দুপুর সোয়া ২ টায় তিনি মহাখালীতে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।

আজ সোমবার এ তথ্য জানান তার ছোট ভাই আবদুল নবিন খান।

তিনি বলেন, ‘ভাইকে (আবদুল আউয়াল খান) মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার টেস্টে পজেটিভ আসে। তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে মুগদাতে আইসিইউ বেড না পেয়ে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আবদুল নবিন খান বলেন, ‘মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির আগে গত ৪-৫ দিন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বাসাতেই আইসোলেশনে ছিলেন আবদুল আউয়াল খান। ’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সোহাগ করোনায় আক্রান্ত

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তার শারীরিক অবস্থা ভালো। তিনি রাজধানীর পরীবাগের বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

সাইফুর রহমান সোহাগ সোমবার দুপুরে টেলিফোনে যুগান্তরকে বলেন, শরীরে উপসর্গ দেখা দিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে করোনা টেস্ট করিয়েছি। এতে করোনা পজিটিভ রেজাল্ট আসে। এর পর থেকে বাসায়ই আছি।

সোহাগ সবার কাছে দোয়া চেয়ে বলেন, আমি শারীরিকভাবে ফিট আছি। সবাই দোয়া করবেন যেন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারি।

এর আগে রোববার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে সোহাগের করোনা সংক্রমিত হওয়ার বিষয়টি জানান ছাত্রলীগের

সাবেক সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন।

তিনি লেখেন– পুরো রমজান মাসজুড়ে অসহায় অসচ্ছল কর্মহীন মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ, নিজ এলাকা ও বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বিতরণ এবং সামাজিক কার্যক্রমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আজ নিজেই অসুস্থ সাইফুর রহমান সোহাগ। তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। সূত্র-যুগান্তর

কর্মসংস্থান করতে না পারলে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে : রব

করোনা মহামারির ভয়াবহতায় কয়েক কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার।

আজ রবিবার এক সংবাদ বিবৃতিতে তারা বলেছেন, কর্মহীন মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে সমাজে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে।

জেএসডি নেতারা বলেন, বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, লকডাউনের সময় দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৯৮ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এরমধ্যে ৮৭ শতাংশ মানুষকে খাবার জোগাড় করতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হচ্ছে। একবেলা খেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছে ৫ শতাংশ মানুষ। শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মা ও বয়স্ক মানুষেরা পুষ্টিকর তথা স্বাভাবিক খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শুধু ত্রাণ দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে দীর্ঘদিন কর্মহীন রাখা মানবজীবনের জন্য আত্মমর্যাদা বোধের পরিচায়ক নয় উল্লেখ করে তারা আরও বলেন, ত্রাণব্যবস্থা একেবারেই সাময়িক, এটা স্থায়ী কোনও সমাধান হতে পারে না। কর্মহীন মানুষের জন্য অবশ্যই দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থান ছাড়া কোনও ক্রমেই রাজনৈতিক-সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা এবং তা বজায় রাখা

সম্ভব নয়।

ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫ দফা প্রস্তাবনা দেওয়া হয় দলটির পক্ষ থেকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপকভিত্তিক মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচি চালু করা, উপআঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠন করে দেশের অভ্যন্তরে সুপার হাইওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসা চালু করা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘করোনায় জালিয়াতি ও বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে ইস্যু তৈরি করছে সরকার’

‘করোনায় ব্যর্থতা, নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার।’

আজ শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে অবস্থিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

রিজভী বলেন, ‘করোনা মহামারির ব্যর্থতা, করোনার নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার। ২৩ দিন ধরে অতিবাহিত হওয়া বন্যা পরিস্থিতির এখনও কোনো উন্নতি নেই। বরং দিনকে দিন বন্যা প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করছে। বন্যা পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই বন্যা নাকি আরো তিন সপ্তাহ স্থায়ী হবে, যদি তাই হয় তাহলে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানিতে ডুবে অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করবে।’

দেশের বিভিন্ন এলাকার বন্যা পরিস্থিতি তুলে ধরে রিজভী বলেন,

‘কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ ব্যাপক এলাকায় নদী ভাঙন বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে। নদী ভাঙনের ফলে বন্যা দুর্গত এলাকায় পাট, ধান, সবজিসহ ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু নদীর পেটে চলে গেছে। নাজেহাল অবস্থায় পড়েছে বাঁধ ভাঙা এলাকার লোকজন।

বন্যার পানিতে চাষবাস ও বসবাসের যোগ্য নদীর চরগুলো তলিয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় লাখ লাখ মানুষ হাহাকার করছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার চারটি চর যমুনার বুকে তলিয়ে গেছে। এভাবে ব্রহ্মপুত্র, যমুনার করালগ্রাসে কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধার বেশ কিছু গ্রাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে দ্বিতীয় দফা বন্যা চলছে। আরো এক দফা বন্যার পূর্বাভাসে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে হাওরবাসী।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘অস্বাভাবিকভাবে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী এই বন্যার কবলে প্রায় ২০-২৫টি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে ডুবে গেছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, আত্রাই, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও কুশিয়ারাসহ দেশের অধিকাংশ নদীর উপচেপড়া বন্যার পানিতে গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ। পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে ফসলি জমি, মৎস্য খামার ভেসে যাচ্ছে।

ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে নদী ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র লিপ সার্ভিস ছাড়া সরকার এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।’

রিজভী আরো বলেন, ‘ফসল আবাদ করে যে মানুষগুলো স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত তারা এখন বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্রে দু’মুঠো খাবারের জন্য হাহাকার করছে। নদী ভাঙন রোধে সরকারের দ্রুত কোনো তৎপরতা নেই। ভাঙনের শিকার অসহায় মানুষগুলোকে সহায়তা করতে সরকারি যন্ত্রের শৈথিল্য পরিস্থিতিকে চরম অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এমনকি গবাদি পশু ও শিশু খাদ্যের সংকটও চরম মাত্রায় বিরাজমান।’

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘বন্যা উপদ্রুত মানুষগুলোর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে

রয়েছে। করোনার মহামারি মোকাবিলায় অনাচার, অব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ন্যায় বন্যা মোকাবিলায় সরকার উদাসীন ও নির্লিপ্ত। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।

কোরবানি ঈদের প্রাক্কালে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষের পাশে নেই সরকার। এমনিতে করোনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষ তার ওপর বন্যার মহাদুর্যোগে মানুষ বিপর্যস্ত। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় মানুষের ঈদের আনন্দ মাটি হতে বসেছে।’

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনসহ সমাজের বিত্তবানদের বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা।

সূত্র-কালের কণ্ঠ